দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 12.3. 2009
পৃষ্ঠা 2 কলাম 7

স্বতন্ত্র পরীক্ষা কেন্দ্রের দাবি

পরীক্ষার চাপে বিএম কলেজে বছরে ৮০ দিন ক্লাস থাকে বন্ধ

॥ বরিশাল অফিস ॥

দীর্ঘদিনেও বরিশাল বিএম কলেজের স্বতন্ত্র পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন না হওয়ায় অনার্স-মাস্টার্সের কমপক্ষে ২০ হাজার শিক্ষার্থীর সরকারি ছুটি ও সাপ্তাহিক ছুটিসহ বছরের ৮০ দিন ক্লাস বন্ধ রাখতে হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন সময় ছাত্র রাজনীতির অস্থিরতার কারণেও কলেজ বন্ধ রাখা হয়। এতে করে বছরের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সিলেবাস সম্পন্ন করা শিক্ষকদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সিলেবাস সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষার্থীদের ছুটতে হয় শিক্ষকদের ঘরে ঘরে। সরকারি একাধিক দপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষা থেকে শুরু করে বিএম কলেজের ২০টি অনার্স বিষয়ের ৪টি পার্টে ৫টি করে ৪০০টি টেস্ট ও ফাইনাল পরীক্ষা এবং ১৯টি মাস্টার্স বিষয়ে ৯৫টি টেস্ট ও ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া নগরীর বিভিন্ন কলেজের ডিগ্রি পরীক্ষার কেন্দ্রও বিএম কলেজে দেয়া হয়েছে। যে সকল সময় সরকারি নিয়োগ পরীক্ষা, ডিগ্রি পরীক্ষা এবং বিএম কলেজের শিক্ষার্থীদের অনার্স-মাস্টার্স বিষয়ে টেস্ট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ঐ সময় সকল ক্লাস সাসপেন্ড রাখা হয়। অনার্সের প্রতিটি সেমিস্টারে ঐ সময় কমপক্ষে ১২/১৫ দিন কলেজের সকল ক্লাস সাসপেন্ড রাখা হয়। প্রতি বছর কমপক্ষে ৯৫টি টেস্ট ও ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। অনার্স অথবা মাস্টার্সের যে কোন সেমিস্টার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হোক না কেন সকল বিষয়ের ক্লাস সাসপেন্ড করা হয়। ফলে অনার্স-মাস্টার্সের শিক্ষার্থীদের বছরের সিলেবাস শিক্ষকদের পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। এ জন্য শিক্ষার্থীরা তাদের সিলেবাস অনুযায়ী কোর্স সম্পন্ন করতে ছোটে বিভাগীয় শিক্ষকদের বাসায় বাসায়। তাছাড়া প্রতি বছর পুলিশ বিভাগ থেকে শুরু করে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ, খাদ্য বিভাগ, বন বিভাগ, শিক্ষা বিভাগসহ কমপক্ষে ১০/১২টি সরকারি দপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষা বিএম কলেজে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সময় নিয়োগ পরীক্ষার্থীদের বেসামাল চাপ থাকায় সকল ক্লাস সাসপেন্ড করা হয়। দেশে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে প্রতি বছর বিএম কলেজে ঐ পরীক্ষার কেন্দ্র রাখা হয়েছে। বিএম কলেজের শিক্ষকদের তদারকিতে কড়াকড়িভাবে সকল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়া এবং সেখানে বাহিরের কারো অনুপ্রবেশের সুযোগ না থাকায় প্রতি বছর ঐ কলেজের উপর নিয়োগ পরীক্ষার বাড়তি চাপ শিক্ষকদের সামাল দিতে হচ্ছে। ঐ পরীক্ষা সামাল দিতে গিয়ে শিক্ষকরা বিএম কলেজের অনার্স-মাস্টার্সের ক্লাস নিতে পারছেন না। এছাড়া নগরীর একাধিক সরকারি কলেজের ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষার কেন্দ্র বিএম কলেজে দেয়া হয়েছে। বিএম কলেজের অনার্স-মাস্টার্স শিক্ষার্থীদের চাপের কারণে বহু পূর্বে ঐ কলেজ থেকে এইচএসসি ও ডিগ্রির ক্লাস তুলে দেয়া হয়েছে। ছাত্র রাজনীতির অস্থিরতা ও বিভিন্ন সময় আন্দোলন-সংগ্রামের কারণেও বছরের কমপক্ষে ১২/১৫ দিন কলেজ বন্ধ রাখতে হয়। এদিকে দীর্ঘদিনেও বিএম কলেজে স্বতন্ত্র পরীক্ষা কেন্দ্র নির্মিত হয়নি। কলেজের একাধিক শিক্ষক জানান, বিএম কলেজের বিশাল ক্যাম্পাসে স্বতন্ত্র পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন হলে শিক্ষার্থীদের ক্লাস সাসপেন্ড করার প্রয়োজন হবে না। এতে করে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে সিলেবাস সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এ ব্যাপারে বিএম কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নন্দী গোপাল দাস ইত্তেফাককে জানান, স্বতন্ত্র পরীক্ষা কেন্দ্র নির্মাণের জন্য শিক্ষা প্রকৌশল দপ্তরকে অবহিত করা হয়েছে।

সরকারি একাধিক দপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষা থেকে শুরু করে বিএম কলেজের ২০টি অনার্স বিষয়ের ৪০০টি টেস্ট ও ফাইনাল পরীক্ষা এবং ১৯টি মাস্টার্স বিষয়ে ৯৫টি টেস্ট ও ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় প্রতিবছর।